১৮-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে সুখী করো, দেহী অভিমানী হও তাহলেই সময় সফল হতে থাকবে, বিকর্ম থেকে সুরক্ষিত থাকবে "

প্রশ্নঃ- যে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে মায়ার তালা লেগে যায় -- তাদের মুখে কি কথা থাকে ?

উত্তর :- তাদের মুখে এই কথাই থাকে যে আমাদের তো ডাইরেক্ট শিববাবার সঙ্গে কানেকশন । সঙ্গদোষে তারা নির্বোধ (মূঢ়বুদ্ধি)হয়ে যায়। সদগুরুর নিন্দা করে। যখন কেউ বলে আমাদের ডাইরেক্ট কানেকশন আছে তখন তাদের মুরলিও অনুপ্রেরণার দ্বারাই শোনা উচিত। এমন নিন্দুক বাচ্চারা টিকতে পারেনা। তাদের বুদ্ধিতে মায়া তালা লাগিয়ে দেয় ।

ওমশান্তি। এখন তোমরা বাচ্চারা আত্ম অভিমানী হয়েছ। বাবা দেহী- অভিমানী করেছেন। যত দেহী-অভিমানী হবে , বাবাকে ভালো ভাবে স্মরণ করবে ততই বিকর্মজীত হবে। দেহ-অভিমানী হলে বিকর্ম ভস্ম হবেনা আরো বেশী বিকর্ম হতে থাকবে তার পরিণাম কি হবে ? এক তো দন্ড ভোগ করতে হবে আর পদ মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে বাবা যদি এই সময়ে আমরা শরীর ত্যাগ করি তবে ভবিষ্যতে আমাদের কিরূপ গতি হবে ? মৃত্যু তো সামনেই দাঁড়িয়ে। ব্রাহ্মণ কুল ভূষণের একেবারেই দুঃখ অনুভব হওয়া উচিত নয়। তাদেরই বলা হয় মহাবীর। শাস্ত্রে তো স্থূলরূপে কথা গুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ তো হল জ্ঞানের কথা। তোমরা বাচ্চারা জানো -- নিরাকার শিববাবা আত্মাকে সম্পুর্ণ পরিচয় দিয়েছেন যে তোমার আত্মাতে কি কি পার্ট ভরা আছে। বাবা-ই বসে বোঝাচ্ছেন -- মানুষ তো দেহী-অভিমানী নয়। দেহী রূপের পিতাকে তারা জানেনা যথার্থ ভাবে, তাই একেই ঘোর অন্ধকার বলা হয়। কলিযুগকে ঘোর অন্ধকার, সত্যযুগেকে ঘোর আলোকময় বলা হয়। আত্মারা সবাই কালো অর্থাৎ ব্ল্যাক আউট হয়েছে। সত্যযুগে দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা উজ্জ্বল আলোয় ছিল। এই ভারতেই দীপ মালা অর্থাৎ দীপাবলী উৎসব পালন হয়। তোমরা জানো এখানে আমাদের আত্মা ঘোর অন্ধকারে আছে। বাবা ঘোর আলোতে নিয়ে যান। আত্মারা কিছুই জানেনা যে আমরা কত জন্ম নিয়ে থাকি আর কিভাবে। এখন তোমরা জানতে পেরেছ -- বাবা দ্বারা আমরা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান প্রাপ্ত করি। দুনিয়ায় কেউ তোমাকে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দিতে পারবেনা। সে না আত্মাকে জানে আর না পরমাত্মাকে জানে। যদিও বলে দেয় আমি হলাম আত্মা , কিন্তু আত্মা কি বস্তু , সেসব কিছুই জানেনা। ভ্রুকুটির মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেও কি হবে ! তাতে কি পার্ট ভরা আছে , কত জন্ম নিচ্ছে ? এই জ্ঞান কেউ জানেনা। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন , সেলফ রিয়ালিজেসন করাচ্ছেন। কাউকে জিজ্ঞেস কর আত্মার পিতা কে ? কেউ বলবে শ্রীকৃষ্ণ , কেউ বলবে মহাবীর।

আমরা হলাম আত্মা, আমাদের পিতা হলেন নিরাকার শিব। একজনও এইরূপ বলতে পারবেনা। না তো রচয়িতা , না রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে , তাই তাদের নাস্তিক বলা হয়। বাবা বলেন তোমরা নাস্তিক শুদ্র ছিলে। এখন ব্রাহ্মণ আস্তিক হয়েছো। বাবা পরিচয় দেন যে আমি কি পার্ট প্লে করি। কেউ বাবার পরিচয় দিতে পারবে না । বাবার পার্ট কি, বোঝাতে পারবেনা। তোমরাও ক্রম অনুসারে বুঝেছ। দেহী-অভিমানী হওয়ার দরুন স্থিতি শ্রেষ্ঠ থাকে। দেহ অভিমানে এসে পরদর্শন পরচিন্তনে ব্যস্ত হয়ে যাও , তাই উঁচু পদমর্যাদা লাভ করতে পারো না । না বিকর্মের

বিনাশ হয়। বাবা বোঝান খুব ভালো করে। জীবিত অবস্থায় মৃত স্বরূপ - এর অর্থ কত সহজ। তোমরা জীবিত অবস্থাতেই মৃত স্বরূপ হয়ে আছ । নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ কর । আমাদের আত্মায় ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে , সেসবও জানো, বাবাকেও জানো যে তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর , পতিত পাবন । ভারত-ই পাবন শ্রেষ্ঠ ছিল , এখন তো পতিত হয়েছে। কিন্তু নিজেকে থোড়াই পতিত ভাবছে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে প্রথমে তো কেউ কাজের ছিল না। সবাই ছিল মৃত , সব কবরখানা হয়ে আছে। এবারে পুনরায় পরিস্তানের মালিক হতে যাচ্ছ। ভারত পরিস্তান ছিল , এখন কবরখানা হয়েছে। সবাই একে অপরকে দুঃখ দিয়েই চলেছে। বাবা বলেন যে এখন তোমরা সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে সুখী করো । দেহী-অভিমানী না হওয়ার দরুন সময় নষ্ট করতেই থাকে। ক্ষণে ক্ষণে দেহ-অভিমান এসে যায়। বাচ্চারা , তোমাদের কখনো দুঃখীহওয়া উচিত নয়। কেউ কেউ তো দুঃখের প্রভাবে এসে যায়। কেউ ভাবে বাবা রামরাজ্যের স্থাপনা করছেন , রাবণ রাজ্যের বিনাশ হবে , এতে কোনো ভয়ের কথা নেই। হ্যাঁ , সরকারী আদেশে বাড়ী খালি করে দিতে হয়। বাবার স্মরণে শরীর ত্যাগ হলেও ভালো। সর্বদা তৈরি থাকা উচিত।

মায়ার আক্রমণ ভালো ভালো বাচ্চাদের উপরেও হয়। কেউ এমন নির্বোধ (মূর্খ) হয়ে যায় যে , বলে আমাদের তো ডাইরেক্ট শিববাবার সঙ্গে কানেকশন আছে। কিন্তু ব্রহ্মার সামনে তো আসতেই হবে তাইনা । আচ্ছা , বাড়িতে যদি বসে থাকো তবে মুরলী কিভাবে শুনবে ! কি করবে ? কেউ কেউ বলে ব্রহ্মা হলেন পুরুষার্থী, আমরাও পুরুষার্থী । পড়ে তো সবাই শিববাবার কাছে, কিন্তু ব্রহ্মার কাছে আসবে তবে তো শুনবে, তাইনা !অনুপ্রেরণা দ্বারা শুনে দেখাও তবে । কখনো কখনো বাবা তাদের মুরলী পাওয়াও বন্ধ করে দেন। ব্রহ্মা দ্বারা জন্ম হয়েছে, কিন্তু মরে গেলে তো সব খতম । বর্সা কিভাবে প্রাপ্ত হবে। এমন মন্দ বুদ্ধি যাদের, তারা সঙ্গদোষে খারাপ হয়ে যায় । তারপর তাদের কিরূপ গতি হবে ? সদগুরুর নিন্দা করলে কোথাও ঠাঁই হবেনা। গুরু ব্রহ্মা বলা হয় কিনা। গুরু বিষ্ণু, গুরু শঙ্কর বলা হয়না। গুরু হলেন শুধুমাত্র ব্রহ্মা । তোমরা কন্যারাও হলে মাতা গুরু । সদগুরু দ্বারা এইরূপ হয়েছ, কলিযুগী গুরুর দ্বারা নয়। তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হয়েছ। তোমাদের হল রুহানী যাত্রা। পরিশ্রম আছে, মায়া বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দেয় তখন উল্টো পাল্টা বলতে থাকে। সময় নষ্ট করে। আচ্ছা --

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

বাপদাদার হস্ত লিখিত পত্রের প্রতিলিপি

জ্ঞান সাগর পতিত পাবন নিরাকার শিব ভগবানুবাচ , নিজ রথ প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা সর্ব ব্রাহ্মণ কুলভূষণ ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের প্রতি-

হে বাচ্চারা, তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে পতিত-পাবনকে পতিত দুনিয়ায় এসে পতিত দেহে প্রবেশ করতে হয় , সেই পতিত দেহ কোনটি ? যে ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করে এখন অন্তিম জন্মে

রয়েছে। প্রথম জন্ম হল পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ- শ্রীরাধে, স্বয়ম্বরের পরে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এখন সেই দেবতা ধর্ম নেই। অনেক অধর্ম আছে। এবারে বাবা এসে পুনরায় সেই সত্যযুগী দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মা মুখবংশী বাচ্চারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী নামে খ্যাত হয়। আত্মা রূপে ভাই ভাই হয়। তারপর ব্রহ্মা দ্বারা এডপ্ট হলে ভাই বোন হয়ে যায়। ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের বরসা প্রাপ্তি হয় পরম পিতা পরমাত্মার কাছে। শিববাবা নিজের বাচ্চাদের অর্থাৎ আত্মাদের বলেন , এবারে দেহী অভিমানী বা আত্ম অভিমানী হও এবং আমাকে, নিজ বেহদের পিতাকে স্মরণ করো , মাথায় যে জন্ম জন্মান্তরের বিকর্মের বোঝা আছে সেসব এই যোগ অগ্নি বা স্মরণ দ্বারা ভস্মীভূত হবে। দেহের অভিমান ছেড়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে, বেহদের পিতা পরম পিতাকে স্মরণ কর তাহলেই তোমরা পুনরায় পবিত্র সতোপ্রধান হয়ে যাবে। দ্বাপরে যখন রাবণ রাজ্যের স্থাপনা হয় তখন থেকে আত্মা যে সত্যিকারের সোনার মতন হয় , যাকে সতোপ্রধান গোল্ডেন এজ স্বর্ণযুগ বলা হয় , সে-ই শেষ সময়ে লৌহ যুগী আয়রন এজড তমোপ্রধানে পরিণত হয় অর্থাৎ সত্যযুগে যে পবিত্র হয় সেই কলিযুগে পতিতে পরিণত হয়। পুনরায় পবিত্র হতে ভারতবাসী বিশেষভাবে পতিত পাবন বাবাকে খুব স্মরণ করে কারণ আমার অবতরণ এই ব্রহ্মা রথেই হয়। এই ভাগ্যশালী রথের নাম তো অন্য থাকে , তাকে আপন করি। তাঁর ভিতরে প্রবেশ করে ব্রহ্মা নাম রাখি। কল্প পূর্বেও ড্রামা অনুসারে প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করে সেই ব্রহ্মাকুমার বা কুমারীদের দ্বারা পতিত ভারতকে পবিত্র করি তবুও যদিও কল্পের অন্তে পতিত হয়ে আত্মা ৮৪ - র চক্র পূর্ণ ক'রে তাই সেই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে আসতে হয়। কল্প কল্প অর্থাৎ প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমায়, সকলের পরম পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ ক'রে , ভক্তি মার্গে। এই অন্তিম সময়ে যখন ভক্তিমার্গ শেষ হয় তখন আসি। ভক্তি মার্গে হল দ্বাপর থেকে অবরোহন মার্গ , নীচে নামার মার্গ। রাবণ অর্থাৎ পাঁচ বিকারের জন্যে সকলের অবরোহন মার্গ হয় আর মানুষ পতিত হয়ে দুর্গতি লাভ করে। আমি ব্রাহ্মণ কুলভূষনদের পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরু । আমার তো কোনো পিতা, শিক্ষক, গুরু নেই। ভারতবাসী আসুরী সম্প্রদায় যে সত্যযুগে দৈবী সম্প্রদায় ছিল তাদের পিতা হই কিন্তু তাদের পুনরায় সূর্যবংশী দেবী-দেবতায় পরিণত করতে , যারা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার- কুমারী হয় , কল্প পূর্বের মতন তাদের শিক্ষক হই। তাদের সত্য জ্ঞান প্রদান করি। সৃষ্টি চক্রের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দিয়ে তাদের ত্রিকালদর্শী করি। যাতে ক্রমানুযায়ী কল্প পূর্বের মতন চক্রবর্তী সূর্যবংশী দৈবী স্বরাজ্য পুনরায় স্থাপন হয়। বাচ্চাদের প্রমাণ করে বলা হচ্ছে যে তোমরা হলে এই সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ । দৈবী কুলের চেয়েও এই কুল হল উত্তম শ্রেষ্ঠ কেননা তোমরা ঈশ্বরীয় কুলে আছো। ভারতে ৫ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ শ্রেষ্ঠাচারী বৈকুন্ঠ দৈবী স্বরাজ্য ছিল , তখন তোমরা সূর্যবংশী দেবী দেবতা ছিলে পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র বংশে এসেছ। এখন প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছো। একেই ৮৪জন্মের চক্র বলা হয়। সবাইতো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেনা, পরের দিকে অনেক ধর্ম দ্বাপর থেকে মঠ আশ্রম ইত্যাদি স্থাপন হয়েছে এবং সৃষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের ফাউন্ডেশন, যে বৃক্ষটিকে কল্প বৃক্ষ বলা হয়। অর্থাৎ শিববাবা হলেন মনুষ্য মাত্রের বাবা , পিতা এবং ব্রহ্মা হলেন গ্র্যান্ড ফাদার। মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ বা জিনলোজিক্যাল ট্রি এর প্রথম মানুষ হল আদম বা এডম বা প্রজাপিতা ব্রহ্মা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও মুখ বংশধারী , পরম পিতা আমি পরমাত্মা শিবের সাহায্যে সহজ রাজ যোগ ও জ্ঞান লাভ করে ঘন সুখের আলোয় প্রবেশ করে । গায়নও আছে জ্ঞান সূর্য প্রকট .... জ্ঞান সূর্য পতিত পাবন পরম পিতা পরমাত্মা কে বলা হয়। তোমরা জ্ঞান প্রকাশের আলোয় আছো , বাকিরা সবাই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আছে।

২. বাচ্চারা জ্ঞান শুনেছে আর বাবা বললেই বর্সা প্রাপ্তি তো হবেই। এক বাবাকে এবং দ্বিতীয় সৃষ্টি চক্রকে স্মরণ করতে হবে আর তো কোনো কষ্ট নেই। বাবা জানেন যে বাচ্চারা ভক্তিমার্গে অনেক কষ্ট করেছে, এখন আর কি কষ্ট দেওয়া যায় বাচ্চাদের। ভক্তিতে যত পরিশ্রম এখানে ততই চুপ করে থাকতে হবে। যত যোগে থাকবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। বলে হয় না ... ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব .... অন্য লৌকিক মাতা পিতা , ভাই, বন্ধু এই সময় সবাই দুঃখ দেয়। ইনি সবাইকে সুখ দেন , সদা সুখী করে দেন। আচ্ছা।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আমরা হলাম উঁচু থেকে উঁচু অতি উত্তম ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ -- এই খুশীতে থাকতে হবে। স্বয়ং ভগবান পিতা, শিক্ষক ও গুরু রূপে আমাদের কাছে এসেছেন এই স্মৃতিতেই সর্বদা আনন্দিত থাকতে হবে।

২) কোনো কথায় দুঃখ অনুভব করবে না । অযথা কথাবার্তায় সময় নষ্ট করবে না।

বরদান :- বিপরীত ভাবনা গুলি সমাপ্ত করে অব্যক্ত স্থিতির অনুভবকারী সদ্ভাবনা সম্পন্ন হও।

ব্যাখা: জীবনে উত্তরণ কলা বা অধঃপতন কলার আধার হল দুটি কথা -- ভাবনা এবং ভাব। সকলের প্রতি কল্যাণের ভাবনা, স্নেহপূর্ণ সহযোগ দেওয়ার ভাবনা, নির্ভয় ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির ভাবনা, আত্মিক স্বরূপের ভাবনা বা আপন করে নেওয়ার ভাবনাই হল সদ্ভাবনা , এমন ভাবনা যুক্ত আত্মারাই অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত হতে পারে। যদি এর বিপরীত ভাবনা আছে তাহলে ব্যক্ত ভাব নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে। কোনো রকম বিঘ্নের মূল কারণ হল এই বিপরীত ভাবনা গুলির উপস্থিতি।

শ্লোগান - সর্বশক্তিমান বাবা যার সঙ্গে আছেন, মায়া হল তার সামনে কাগজের বাঘ (পেপার টাইগার) ।